দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 MAY 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C33

পরীক্ষার তিক্ত ফল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত বিএসসি (পাস) পরীক্ষার ফলাফল আবারও এই তিক্ত সত্য সবার সামনে তুলে ধরল যে এ দেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। চট্টগ্রাম ভার্সিটির বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ এক হাজার ৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে হাতে গোনা ৪ জন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুটি কলেজ থেকে একজন ছাত্রও পাস করতে পারেনি। বক্ষণবাড়িয়া সরকারী কলেজের ১৭৮ জন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধেই অবৈধ পন্থা অবলম্বনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বলতে হবে দুর্ভাগ্যের কলসী কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞানে সাধারণত ভাল রেজাল্ট হয় এবং প্রথম বিভাগে পাসের সংখ্যাও বেশি থাকে। চট্টগ্রাম ভার্সিটির বিএসসি পরীক্ষার ফলাফল সে প্রত্যাশা নাকচ করে দিয়েছে। দুটি কলেজ থেকে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ না হওয়ার একটাই ব্যাখ্যা : সেখানে পড়াশোনা বলতে কিছুই হয় না। অবশ্য কোন কলেজে পড়াশোনা হয় সেও একটা প্রশ্ন। পড়াশোনা হলে শতকরা ৭৩ জন ছাত্রই বিএসসি পরীক্ষায় ফেল করত না। দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র যেখানে পরীক্ষায় ফেল করে, সেখানে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদেরও সমাজের কাছে জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দু বছর ধরে কলেজগুলোতে তাহলে কি পড়াশোনা হয়েছে? কারা কি পড়িয়েছেন? ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কি কলেজগুলোতে বিজ্ঞান পড়ানোর হাল হকিকত কখনও সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন? তদন্ত তারা করবেন কি করে? খোদ বিশ্ববিদ্যালয়েই তো বার মাস গোলমাল লেগে আছে। অধীনস্থ কলেজগুলিতে পঠন-পাঠনের মান পর্যালোচনা করে দেখার যে একটা দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে সে কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ভুলেই গেছেন। দুঃখের পাঁচালীর এখানেই শেষ নয়। একটি সরকারী কলেজের সকল পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধেই যদি অবৈধ পন্থা অবলম্বনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি করেছিলেন? কাদের প্রশ্রয়ে কিংবা কাদের শৈথিল্যে সকল পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ পেলেন?

এই হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষার প্রকৃত হাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসনজট লেগেই আছে। পরীক্ষার ফল ন'মাসে ছ'মাসেও বের হয় না। যথাসময়ে ভর্তির ব্যবস্থা হয় না। ক্লাসটাস কতটা নেয়া হয় সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ। এইভাবে গোটা জাতিকে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিএসসি (পাস) পরীক্ষার দুঃখজনক ফলাফলের প্রতি আমরা শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা চাই এ বিষয়ে তদন্ত হোক। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত হোক। শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের ছিনিমিনি খেলা সমগ্র জাতির জন্যই বিপজ্জনক।